ভোরের কাগজ

FEB 18 2002

খুলনায় কলেজ ছাত্রীকে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ২ জনের ১৪ বছর করে জেল

খুলনা প্রতিনিধি : বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এসিড নিক্ষেপ করে কলেজ ছাত্রী লতিফুন্নেছার মুখমণ্ডল ঝলসে দেওয়া ও তার বাম চোখ নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গত রোববার খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারক মোঃ শাহিনুর ইসলাম পলাতক দুআসামিকে পৃথক দুটি ধারায় ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

ট্রাইবুনালের বিচারক তার রায়ে ঘোষণা করেন, পলাতক আসামি তালা থানার জাতপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম ও পাইকগাছা থানার উত্তর আমিরপুর গ্রামের একরামুল ইসলাম এসিড নিক্ষেপ করে কলেজ ছাত্রী লতিফার বাম চোখের জ্যোতি নষ্ট করায় ও তার মুখমণ্ডল বিকৃত করায় যথাক্রমে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) ১৯৯৫ আইনের ৫(ক)/১৪ ও ৫(খ) ১৪ ধারায় অপরাধ করেছে। তিনি প্রত্যেক ধারায় তাদের ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ও তা অনাদায়ে আরো ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। একটি ধারার সাজা শেষ হলে অপর ধারার সাজা শুরু হবে। আসামিরা গ্রেপ্তার বা আত্মসমর্পণ করার পর থেকে তাদের সাজা শুরু হবে। ১৯৯৬ সালে তালা কলেজের ছাত্রী লতিফাকে আসামি রফিক বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর জের ধরে ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর রাতে আসামীদ্বয় লতিফাদের পাইকগাছা থানার কানাখালি গ্রামের বাড়িতে যায়। এ সময় বাড়ির বারান্দায় লতিফা তার ভাইয়ের ৩ ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছিল। আসামি লতিফার ওপর এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়।

রাষ্ট্র পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বিশেষ পিপি মোঃ আমজাদ হোসেন ও পলাতক আসামিদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স এড. লতিফ।